বাংলাদেশে ছাপচিত্রচর্চার ইতিহাস শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৮ সালে তার হাতে ছাপচিত্রের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, তা সময়ের সঙ্গে পরিণত হয়েছে এক মহীরুহে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদসহ দেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাপচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিগণিত।

শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদ শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবেও ছিলেন অনন্য। তিনি ছাত্রদের কথা ভাবতেন, ভাবতেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও। নিজের আঁকা ছবি তিনি বিক্রয়ের চেয়ে উপহার হিসেবেই বেশি দিয়েছেন ছাত্রদের হাতে। তিনি যাপিত জীবনে ছিলেন একান্ত সাধারণ, অথচ অন্তরে ধারণ করতেন এক অসামান্য শিল্পবোধ। সমাজের সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের সঙ্গেই কেটেছে তার অধিকাংশ সময়—তাদের সুখ-দুঃখে ছিলেন নিবিড়ভাবে জড়িত। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে মানসিকতা তিনি লালন করতেন, তা আজও আমাদের শিল্পজগতে এক অনুকরণীয় আদর্শ।

তার এই মানবিক ও শিল্পমগ্ন উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে ধানমন্ডিতে অবস্থিত ‘সফিউদ্দিন শিল্পালয়’—একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা আজ তরুণ ছাপচিত্র শিল্পীদের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ।

সফিউদ্দিন শিল্পালয়ে রয়েছে শিল্পগুরুর স্মৃতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি অনন্য জাদুঘর—‘সফিউদ্দিন আহমেদ স্মৃতি জাদুঘর’। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে তার ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন, চিত্রকর্ম, ফটোগ্রাফ, নোটখাতা ও স্মৃতিচিহ্ন। এই জাদুঘর কেবল দর্শনের উপকরণ নয়, বরং ছাপচিত্রশিল্পী ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অমূল্য শিক্ষাগার, যা তাদের শিল্পপথে অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে দাঁড়ায়।

রয়েছে একটি সুসজ্জিত ছাপচিত্র স্টুডিও, যেখানে সদস্যশিল্পীরা স্বাধীনভাবে তাদের শিল্পচর্চা চালিয়ে যেতে পারেন।

এবং রয়েছে এক অপূর্ব নান্দনিকতায় নির্মিত আধুনিক প্রদর্শনীগৃহ—যা শুধু শিল্প প্রদর্শনের স্থান নয়, শিল্প ও দর্শকের মধ্যে এক গভীর সংলাপের মঞ্চ হয়ে ওঠে।

তরুণ শিল্পীদের সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দিতে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে প্রতিবছর আয়োজিত হয় বার্ষিক ছাপচিত্র প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে সফিউদ্দীন শিল্পালয়ের পক্ষ থেকে একজন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীকে প্রদান করা হয় ‘শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদ পুরস্কার’। এই সম্মাননার সঙ্গে থাকে একটি আর্থিক অনুদান, যা শিল্পচর্চার ব্যয়বহুল পথে একজন তরুণ শিল্পীর জন্য এক বাস্তব সহায়তা। সেইসাথে থাকে আরও একটি অসামান্য সুযোগ—সফিউদ্দিন শিল্পালয়ে একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন।

একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী একজন নবীন শিল্পীর জন্য শুধু একটি প্রদর্শনী নয়—এটি তার আত্মপরিচয়ের প্রকাশ, তার যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত আত্মকথন। সাধারণত দলীয় প্রদর্শনীতে দর্শক একজন শিল্পীর সামান্য কিছু কাজই দেখতে পান, কিন্তু একক প্রদর্শনীতে শিল্পীর চিন্তাধারা, ভাষা, রঙ ও রেখার পূর্ণ বিস্তার চোখে পরে—যা শিল্পী ও দর্শক উভয়ের জন্যই এক অন্তরঙ্গ উপলব্ধি।

ছাপচিত্র বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'বার্ষিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০২৩' এর 'শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদ পুরস্কার' বিজয়ী — ঋতুরূপা তালুকদার, এই সময়ের এক মেধাবী, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান তরুণ শিল্পী। শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদ পুরস্কারের একটি অংশ হিসেবে সে তার প্রথম একক প্রদর্শনী আগামী ২৫ জুন ২০২৫, সফিউদ্দিন শিল্পালয়ের প্রদর্শনীগৃহে অনুষ্ঠিত করার সুযোগ পাচ্ছে। তার হাতে গড়া শিল্পকর্মে যে ধৈর্য, আন্তরিকতা ও বোধের প্রকাশ দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে তাকে এই পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত করেছে।

সফিউদ্দিন শিল্পালয়ের পক্ষ থেকে ঋতুরূপাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও অগাধ শুভকামনা। তার শিল্পযাত্রা যেন হয় আরও দীপ্ত, আরও বিস্তৃত—এই কামনায়, আমরা অপেক্ষায় থাকবো এক ভবিষ্যৎ নন্দিত শিল্পীর উত্থানের সাক্ষী হওয়ার।

শিল্পী আহমেদ নাজির

প্রতিষ্ঠাতা,

সফিউদ্দীন শিল্পালয়।